দৈনিক
ইত্তেফাক

তারিখ 19 NOV 2007
পৃষ্ঠা 2 কলাম 4

প্রতিবেদন

শিক্ষার্থীর অভাবে মাত্র ৬ বছরের ব্যবধানে বন্ধ হয়ে গেছে রাজধানীর পুরান ঢাকার ১৭টি স্কুল। অল্প লেখাপড়া শেখার পরই পারিবারিক ব্যবসায়ে ছেলেদের নিয়োজিত করার কারণেই স্কুলগুলোতে শিক্ষার্থীর সংকট হচ্ছে বলে মনে করেন ওই স্কুলগুলোর শিক্ষকরা। তবে এক্ষেত্রে ছেলেদের মতো মেয়েদের 'ড্রপ আউট' হচ্ছে না বলে জানান তারা। এই স্কুলগুলোর শিক্ষার্থীদের প্রায় শতভাগই স্থানীয়।

পুরান ঢাকার একটি ব্যস্ততম এলাকা

শিক্ষার্থীর অভাবে বন্ধ

পুরান ঢাকার ১৭ স্কুল

সূত্রে জানা যায়, শুধুমাত্র সূত্রাপুর থানাতেই প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৫৬ থেকে ৪৮-এ নেমে গেছে গত ৬ বছরে। এছাড়াও কোতোয়ালী থানায় ৩৮ থেকে ৩১ এবং লালবাগ থানায় ৪০ থেকে কমে ৩৮-এ দাঁড়িয়েছে।

এক সময় পুরান ঢাকার কোলাহলমুখর স্কুলগুলোর অন্যতম ছিল ঠাটারিবাজার খোদাবক্স প্রাথমিক বিদ্যালয়। বর্তমানে সেটি বন্ধ। স্কুলটি বন্ধ হওয়ার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওই স্কুলের শিক্ষক সাদেক হোসেন বলেন, সাধারণত নিম্নবিত্ত বা নিম্ন মধ্যবিত্ত পরিবারের সন্তানরা এখানে পড়াশোনা করতে আসে। তবে ক্লাস ফোর-ফাইভে উঠলে অভিভাবকরা তাদের সন্তানদের কাজে লাগিয়ে দেয়। ফলে শিক্ষার্থী কমে যাওয়ায় স্কুলটি বন্ধ হয়ে যায়।

অভিভাবকদের ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি এখানকার ছেলেদের শিক্ষা জীবন ব্যাহত হওয়ার একটি বড় কারণ উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, অধিকাংশ অভিভাবকের ব্যবসায়িক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে ছাত্রদের পড়াশোনার কোন টার্গেট থাকে না। ফলে, উচ্চ শিক্ষার দিকে ছাত্ররা ঝুঁকছে না।

তবে এখানকার শিক্ষার ক্ষেত্রে ছেলেদের হার কমলেও মেয়েদের শিক্ষার ক্ষেত্রে অভিভাবকদের দৃষ্টিভঙ্গি অন্যরকম বলে জানান অনেকেই। ভাল পাত্র পেতে তারা মেয়েদের উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত করতে পিছপা নন।

পুরান ঢাকার ১০টি প্রাইমারি স্কুল, ৭টি উচ্চ বিদ্যালয় ও ৩টি কলেজে এক জরিপ চালিয়ে দেখা গেছে, এখানকার আদি বাসিন্দাদের পরিবারের শিশুদের স্কুলে ভর্তির হার ৯৬ শতাংশ। কিন্তু উপরের ক্লাসে উঠার সঙ্গে সঙ্গে শিক্ষার্থীর এ হার কমতে থাকে। ক্লাস ফাইভ পাস করার আগেই ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী কমে যায় এবং আরও ৩০ শতাংশ শিক্ষার্থী ৫ম শ্রেণী পাস করার পর লেখাপড়া ছেড়ে দেয়। বাকিরা লেখাপড়া চালিয়ে গেলেও এসএসসি বা এইচএসসি পর্যায়ে অংশগ্রহণ একেবারেই কম।

এক হিসাবে দেখা গেছে, গত ১৫-২০ বছরে ঐ সমস্ত স্কুল থেকে মাত্র ১৫-২০ শতাংশ ছাত্রছাত্রী উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত হয়েছে।

উল্লেখ্য, পুরান ঢাকায় ১৬১টি সরকারী ও বেসরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়, ৫৭টি উচ্চ বিদ্যালয়, ১০টি স্কুল এন্ড কলেজ, ১৮টি কলেজ, ১টি বিশ্ববিদ্যালয়, ৬টি মাদ্রাসা ও ২৭টি মসজিদ ভিত্তিক মাদ্রাসা রয়েছে।

সন্তানদের লেখাপড়া না করানোর ক্ষেত্রে পুরান ঢাকার বাসিন্দাদের আর্থিক অসঙ্গতির প্রশ্নটি কতটুকু সত্য এ ব্যাপারে জানতে চাওয়া হলে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন অভিভাবক বলেন, এখানকার অনেক অভিভাবক মনে করেন জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজন উপার্জন আর উপার্জনের জন্য প্রয়োজন কর্মসংস্থান। এ কর্মসংস্থানের জন্য রয়েছে বাপ-দাদাদের ছোট-বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠান।

পুরান ঢাকার ধোলাইখাল, নয়াবাজার, নবাবপুর, বাবুবাজার, ইসলামপুর, সদরঘাট এসব এলাকা ঘুরে দেখা গেছে, প্রায় প্রতিটি ব্যবসা প্রতিষ্ঠানেই কর্মরত রয়েছে ১০-১২ বছরের ছেলেরা। ধোলাইখালের বিভিন্ন মোটর পার্টসের দোকানেই রয়েছে প্রায় ১৫ হাজার শিশু শ্রমিক। যাদের অধিকাংশই স্থানীয় এবং স্কুল থেকে 'ড্রপ আউট' হওয়া শিক্ষার্থী।

চন্দন সাহা রায়